ইউনিট ৬
বাগর্থতত্ত্ব

পাঠ ৬.১ : বাগর্থ ও বাগর্থ পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাগর্থ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাগর্থ পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাক তথা কথার অর্থই বাগর্থ। একটি শব্দে আভিধানিক অর্থ থাকলেও সেই অর্থের বাইরেও বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ পেতে পারে। যদি কেউ বলে, চলার সময় চোখ কান খোলা রেখো। এখানে শরীরের সাথে যে 'চোখ বা কান' থাকে তার কথা না বলে সজাগ বা সচেতন থাকার কথা বলা হয়েছে। শব্দ ও বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন দিক, তার পরিবর্তন, প্রসার ও সংকোচন ইত্যাদি বিচারই বাগর্থের কাজ। তবে এই অর্থ একইসঙ্গে, সাধারণ বা আক্ষরিক অর্থ এবং বিশেষ বা ব্যঞ্জনাময় অর্থকে বুঝিয়ে থাকে। বাগর্থের একাধিক স্তর থাকতে পারে। তা সত্ত্বেও কথার আক্ষরিক অর্থ প্রকাশের সূত্রেই এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অর্থ প্রকাশিত হয়। যদি কথার অর্থ গূঢ় হয় তাহলেও এর আক্ষরিক অর্থ অগ্রাহ্য করার উপায় থাকে না।

বাংলা ভাষায় যেসব শব্দ স্থায়ী আসন নিয়েছে সেসব শব্দ কালক্রমে অর্থগত পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছে। সাধারণত অর্থকে কেন্দ্র করেই কিন্তু এই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এ ধরনের তিনটি অর্থপরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কোনো কোনো অর্থ নির্দিষ্ট, অভিধানে গৃহীত বা আভিধানিক। এসব শব্দকে মুখ্যার্থ আর অন্যদিকে মুখ্যার্থ থেকে জাত আলংকারিক বিশিষ্টার্থকে বলা হয় গৌণার্থ। বিশেষ বিশেষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এসব শব্দ বদলে যায়। তিনটি কারণে, 'অর্থপ্রসার, অর্থসংকোচন, অর্থবদল বা অর্থসংক্রম হয়'। এছাড়া অর্থালংকার অনুসারেও শব্দের অর্থ পরিবর্তন হতে পারে। যেমন :

শব্দের অর্থপ্রসার বা উৎকর্ষ বা উন্নতি : যেসব শব্দের মূল বা পূর্বরূপ ও সম্প্রসারিত রূপ এক নয় সেসব শব্দে অর্থপ্রসার বা উৎকর্ষ বা উন্নতি ঘটেছে বলে বিবেচনা করা হয়। রূপক বা অতিশয়োক্তির ফলে কখনো কখনো অর্থের বিস্তৃতি ঘটে। এখানে ক্ষুদ্র অর্থ থেকে অর্থের বিস্তৃতি ঘটে। যেমন :

শব্দ	মূল বা পূর্বরূপ	সম্প্রসারিত অর্থ	শব্দ	মূল বা পূর্বরূপ	সম্প্রসারিত রূপ
গুন	গরুর নাড়িভুড়ি বা তাঁত	দড়ি	ইতিকথা	অর্থশূন্য বাক্য	ইতিহাস
অপরূপ	কদাকার	অপূর্ব সুন্দর	মন্দির	গৃহ	দেবতার আলয়
অদৃষ্ট	অদেখা	ভাগ্য/নিয়তি	ধ্যান	চিন্তা	পরমার্থ চিন্তা
অভিষেক	স্নান	উচ্চপদে আসীন	গাঙ	গঙ্গা	যে কোনো নদী
দরিয়া	নদী	সমুদ্র			

শব্দের অর্থসংকোচ বা অপকর্ষ বা অবনতি : যেসব শব্দের মূল বা পূর্বরূপ ও সংকোচিত রূপ এক নয় তাদের শব্দের অর্থসংকোচ বা অপকর্ষ বা অবনতি বলে। শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে কোনো একটি মুখ্য হয়ে উঠলে অন্যান্য অর্থের বিলুপ্তি ঘটে অর্থসংকোচ হয়। এখানে বিস্তৃত অর্থ থেকে ক্ষুদ্র অর্থ ঘটে। যেমন :

শব্দ	মূল বা পূর্বরূপ	সংকোচিত অর্থ	শব্দ	মূল বা পূর্বরূপ	সংকোচিত রূপ
বুয়া	দাদি, নানি	কাজের মহিলা	কীর্তিকলাপ	নানা সুখ্যাতি	অপকীর্তিসমূহ
মহাজন	মহৎজন	সুদখোর	মুর্গ	যে কোনো পাখি	মোরগ
ঝি	কন্যা/মেয়ে	কাজের মেয়ে/দাসী	অন্ন	যে কোনো খাদ্য	ভাত
মৃগ	যে কোনো পশু	হরিণ			
উজবুক	উজবেকের অধিবাসী	নির্বোধ/বোকা/মূর্খ			

শব্দের অর্থবদল বা অর্থসংক্রম : যেসব শব্দের মূল বা পূর্বরূপ ও সংক্রমিতরূপ এক নয় তাদের শব্দের অর্থবদল বা অর্থসংক্রম বলে। অর্থের প্রসার ও সংকোচনের ফলে কখনো কখনো কোনো কোনো শব্দের এমন অর্থ তৈরি হয়ে যায় যখন তাদের সঙ্গে মূল অর্থের সংযোগ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে তখন তাদের অর্থবদল বা অর্থসংক্রম বলা হয়।

শব্দ	মূল বা পূর্বরূপ	সংক্রমিত রূপ	শব্দ	মূল বা পূবরূপ	সংক্রমিত রূপ
ঘর্ম	গরম	ঘাম	পাষণ্ড	ধর্মসম্প্রদায়	নিষ্ঠুর
পাত্র	পানাধার	বর	অনটন	গতিহীন	অভাব
শুশ্রূষা	জানার ইচ্ছা	সেবা	অবকাশ	ফাঁক	অবসর
			অমূলক	মূলহীন	কাল্পনিক

এছাড়াও বিভিন্ন আলংকারিক প্রয়োগে বাগর্থ পরিবর্তন ঘটে থাকে। যখন বলা হয় 'সম্ভাবনার দুয়ার', তখন এর অর্থের সঙ্গে দুয়ারের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না। এভাবে, উপমা ও রূপকসহ বিভিন্ন অলংকারের সাহায্যে অনেক সময় শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়। এই সূত্রে আরও উল্লেখ্য যে, শব্দ যখন গূঢ়ার্থ প্রকাশ করে তখন সেই অর্থকে বলে ব্যঞ্জনার্থ। এখানে শব্দের অর্থ বা বাক্যের ব্যঞ্জনার্থের দ্যোতনা থাকতে পারে। আসলে ব্যঞ্জনার সংশ্লিষ্ট অভিব্যক্তিই ব্যঞ্জনার্থ। এখানে শব্দের অর্থ মুখ্যার্থ অথবা লক্ষ্যার্থ না ধরে তাকে অতিক্রম করে যে অর্থ তাই বিবেচনা করা হয়। অর্থপ্রকাশের দিক দিয়ে ব্যঞ্জনার্থ দুই প্রকার। এরা হলো :

অভিধা : যা সরলভাবে বলা হচ্ছে তাই হলো অভিধা বা সরল অর্থ। একটি শব্দের একাধিক অর্থ থেকে অধিক ব্যবহৃত একটি শব্দকে অভিধা বা প্রসিদ্ধ অর্থ বা সরল অর্থ বলে। যেমন: 'করী' অর্থ 'যার হাত আছে বুঝালেও' 'হাতি' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে প্রথমটি হলো অভিধা, একে বাচ্যার্থও বলে। একে অভিধা শক্তিও বলে। কারণ এখানে যেসব শব্দের অর্থ সাধারণভাবে বোঝা যায় শুধু সেসব শব্দই এ পর্যায়ে পড়ে। যেমন: মানুষ, গরু, ছাগল, গাছ, বই, আকাশ ইত্যাদি।

তির্যক ব্যঞ্জনার্থ : সরলভাবে না বুঝিয়ে অন্য অর্থ প্রকাশক শব্দ বা বাক্যকে তির্যক ব্যঞ্জনার্থ বলে। একই বাক্যের মাধ্যমে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেতে পারে। অর্থপ্রকাশ বা বাগর্থ প্রকাশ যখন গভীর ও একাধিক মাত্রাকে অবলম্বন করে উপস্থাপিত হয় তখনই কথায় তির্যক ব্যঞ্জনার্থ যুক্ত হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

৪. বাগর্থতত্ত্ব কী আলোচনা করুন।

৫. শব্দের অর্থ পরিবর্তনের কারণগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ ৬.২ : প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- কিছু শব্দ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।

এমন অনেক শব্দগুচ্ছ বাংলা ভাষায় রয়েছে যাদের উচ্চারণ প্রায় একই হলেও এদের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ বলে অভিহিত করা হয়। এ ধরনের কিছু শব্দজোড় পাওয়া যাবে যাদের বানান অভিন্ন। তবে, বাংলা ভাষায় পৃথিবীর অনেক ভাষার মতোই ধ্বনিবর্ণের মধ্যে বহুপ্রতিসম সম্পর্ক বিরাজ করে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব শব্দজোড়ের বানানে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

এ ধরনের শব্দ একটি ভাষার সমৃদ্ধি ও সৌকর্যের প্রতিনিধিত্ব করে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভাষা ব্যবহারকারীরা যখন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভাষা ব্যবহার করার সক্ষমতা অর্জন করে, তখনই এসকল শব্দ ভাষার শব্দভাণ্ডারে স্থায়িত্ব পেয়ে থাকে। কেননা, দ্ব্যর্থবোধকতা এড়িয়ে যথাযথভাবে এসব শব্দ ব্যবহারে ভাষীর দক্ষতা বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া, আলংকারিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এ ধরনের প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নিচে এ ধরনের কিছু শব্দজোড়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো:

১
অন্ন (ভাত) দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্ব গতিতে মানুষের মুখে অন্ন ওঠা দায়।
অন্য (অপর) সংস্কার, সংস্কার বাদ দিয়ে দুটো অন্য কথা বল।

২
অনু (পশ্চাৎ) এই দেশে এক সময় স্ত্রীলোকদের মৃত স্বামীর চিতায় অনুগমন করতে হতো।
অণু (ক্ষুদ্রতম অংশ) এটুকু ভাতে আমার পেটের অণুটুকুও ভরবে না।

৩
অনিষ্ট (ক্ষতি) অন্যের অনিষ্টের চিন্তা কখনো মনে এনো না।
অনিষ্ঠ (নিষ্ঠাহীন) লেখা পড়ায় অনিষ্ঠ হলে পাস করতে পারবে না।

৪
অংশ (ভাগ) বাপের জমির অংশ মেয়েরাও ছাড়বে না।
অংস (কাঁধ) বিপদে দূরে সরে না থেকে অংস মেলাও।

৫
অর্ঘ (মূল্য) তোমার একাজের অর্ঘ দেওয়ার সাধ্য আমার নাই।
অর্ঘ্য (পূজার উপকরণ) মানুষের জন্য কাজ করলে তারা তোমার পায়ের কাছে অর্ঘ্য সাজাবে।

৬
অশ্ব (ঘোড়া) শুয়ে পড়ো, অশ্বের মতো দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ো না।
অশ্ম (পাথর) অশ্মে মাথা ঠুকে লাভ নাই, চল বাড়ি যাই।

৭
অশক্ত (দুর্বল) বিপদে অশক্ত হতে নেই।
অসক্ত (আসক্তিহীন) বইয়ে অসক্ত হলে ছাত্রজীবন বৃথা হবে।

৮
অনিল (বাতাস) গুমোট গরমে অনিল এসে প্রাণ জুড়াল।
অনীল (যা নীল নয়) আকাশ কি কখনো অনীল হয়?

৯
অভ্যাস (বারবার চেষ্টা) পরীক্ষা কাছে, রাত জেগে, পড়ার অভ্যাস করো।

অভ্যাশ (নিকট) অংক অভ্যাস কর, পরীক্ষা অভ্যাশে।

১০

অবধ্য (বধের অযোগ্য) মানুষ মানুষের অবধ্য।

অবোধ্য (যা বোঝা যায় না) অবোধ্য তত্ত্বকথা সব জায়গায় বল না।

১১

অপরিণত (যা পরিণত হয়নি) অপরিণত বয়সে এ বই পড়ে কিছুই বুঝবে না।

অপরিণীত (অবিবাহিত) বিধবার ঘরে অপরিণীত দুটো মেয়ে আছে।

১২

অন্ত (শেষ) সংসারে কাজের অন্ত নাই।

অন্ত্য (যা অন্তে আছে) অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শেষেই শ্মশান বৈরাগীর শোক নিঃশেষ হয়ে যায়।

১৩

অন্যান্য (অপরাপর) অন্যান্যের সঙ্গেই তার ভাল সম্পর্ক আছে।

অন্যোন্য (পরস্পর) অন্যোন্যের প্রতি ভালোবাসায় মানুষের সুখ।

১৪

অন্নপুষ্ট (ভোজনপুষ্ট) এ আকালে অন্নপুষ্ট মানুষ নেই।

অন্যপুষ্ট (কোকিল) কাকের বাসায় কোকিলের ছা অন্যপুষ্ট হয়।

১৫

অবদান (সৎকর্ম) মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান অনস্বীকার্য।

অবধান (মনোযোগ) স্বাধীন দেশের মান বাড়াতে আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তিতে অবধান দিতে হবে।

১৬

অবিরাম (অনবরত) অবিরাম চেষ্টা মানুষকে সফলতা এনে দেয়।

অভিরাম (সুন্দর) পোশাকে নয়নাভিরাম সেজো না, মনের দিকে অভিরাম হও।

১৭

অপচয় (ক্ষতি) সময়ের অপচয় করলে জীবন নষ্ট হয়।

অবচয় (চয়ন) সবকিছুতেই সৌন্দর্য অবচয়ন করতে হবে।

১৮

অবিনীত (উদ্ধত) অবিনীত সন্তান মা-বাবার মর্যাদা নষ্ট করে।

অভিনীত (অভিনয় করা হয়েছে এখন) অনেক সময় নাট্যদলের অভিনীত মঞ্চনাটক দর্শকের মনে আশা জাগায়।

১৯

অজগর (সাপ) অজগর অলস প্রকৃতির।

অজাগর (নিদ্রা)মা অজাগর ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছে।

২০

অপগত (দূরীভূত) অপরের দুঃখ অপগত করতে জীবন বিলিয়ে দাও।

অবগত (জানা) দেশসেবা করতে চাইলে দেশ সম্পর্কে অবগত হওয়া চাই।

২১

আদি (মূল) চর্যাপদ বাংলার আদি কবিতা।

আধি (মনঃকষ্ট) আধি গোপন না করে খোলা মেলা আলোচনা করা ভালো।

২২

আশা (ভরসা) ছাত্রদের ওপর দেশের মানুষের অনেক আশা।

আসা (আগমন) আজ তার বাড়িতে আসা হবে না।

২৩

আবাস (বাসস্থান) ঢাকা শহরে অনেক মানুষের আবাস গৃহ নেই, তারা ফুটপথে থাকে।

আভাস (ইঙ্গিত) পুলিশের আভাসেই চোরটা পালিয়ে গেল।

২৪

আবরণ (আচ্ছাদন) ছাতার আবরণে রোদবৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

আভরণ (অলংকার) আভরণের লোভ দেখিয়ে মেয়েদের ঘরে আটকে রাখা যাবে না।

২৫
আপন (নিজ) আপন কাজে কেউ ফাঁকি দেয় না।
আপণ (দোকান) আপন থেকে লবণ কিনে এনো।
২৬
আষাঢ় (মাস বিশেষ) বাংলাদেশে আষাঢ়ে প্রচুর বৃষ্টি হয়।
আসার (প্রবল বৃষ্টিপাত) আসার বন্যার অন্যতম কারণ।
২৭
উপাদান (উপকরণ) আমাদের দেশে কৃষি উপাদান সহজলভ্য।
উপাধান (বালিশ) উপাধানে মাথা রেখে ঘুমাও।
২৮
কূল (তট) নদীকূলে বসে সূর্যাস্ত দেখতে ভালো লাগে।
কুল (বংশ) উঁচুকুলে জন্মালেই ভালো মানুষ হওয়া যায় না।
২৯
কাক (পাখি বিশেষ) কাক কালো হয়।
কাঁখ (কোমর) কলসি কাখে মেয়েরা ঘাটে যায়।
৩০
ক্রীত (কেনা হয়েছে যা) শ্রমিকেরা ক্রীতদাস নয়।
কৃত (করা হয়েছে যা) প্রত্যেক মানুষ নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে।
৩১
কপাল (ললাট) কপাল ভালোমন্দ বলে কিছু নাই কাজ করলে ফল লাভ করা যায়।
কপোল (গণ্ডদেশ) কপোল বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়ল।
৩২
খাট (পালঙ্ক) খাটতো দূরের কথা আমাদের দেশে বহু মানুষের ঘরই নাই।
খাটো (বেঁটে) আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দৈর্ঘে খাটো।
৩৩
খুর (পশুর পায়ের তলদেশ) গরুর খুরের নিচে পা পড়লে মানুষের পা থেতলে যায়।
ক্ষুর (চুল দাড়ি কামাবার অস্ত্রবিশেষ ক্ষৌরকর্মে) এখন ক্ষুরের চেয়ে ব্লেড-এর ব্যবহার বেড়েছে।
৩৪
গা (শরীর) কৃষকের গা রোদে পুড়ে তামাটে হয়।
গা (গ্রাম) গায়ের মানুষ সহজসরল হয়।
৩৫
ঘোড়া (অশ্ব) ঘোড়ার গায়ে শক্তি বেশি।
ঘোরা (বিচরণ) রোদে বেশি ঘোরাঘুরি করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।
৩৬
চাখড়ি (খড়িমাটি) চাখড়ি দিয়ে কাপড়ে দাগকাটা যায়।
চাকরি (বেতনের বিনিময়ে কাজ) চাকরিতে স্বাধীনতা নেই।
৩৭
চাল (ঘরের চালা) গ্রামেও এখন আর খড়ের চালের প্রচলন নেই।
চাল (চাউল) বর্তমান চালের বাজারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।
৩৮
চির (দীর্ঘকাল) চিরদিন কেউ বেঁচে থাকে না।
চীর (ছেঁড়া কাপড়) চীর হলেও পরিষ্কার করে পরতে হয়।
৩৯
ছার (অধম) সে আবার কোন ছার, তাকে কুর্নিশ করতে হবে!
ছাড় (অনুমতি) অশালীন সিনেমা প্রদর্শণীয় ছাড়পত্র বাতিল করতে হবে।
৪০

ছাদ (আচ্ছাদন) পায়ের নিচে মাটি আর মাথার ওপরে ছাদ– এই তো চাই।
ছাদ (আকৃতি, গঠন) পৃথিবীতে নানা ছাদের মানুষ দেখা যায়।

৪১

জল (পানি) জলের কোন রং নেই।
জ্বল (দীপ্তি) রাতে ঝোপে ঝোপে জোনাকির আলো জ্বলজ্বল করে।

৪২

জাম (ফলবিশেষ) পাকা জামের রস অম্লমধুর।
যাম (অংশ) দিবসের দ্বিতীয় যামে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

৪৩

জিব (জিহ্বা) কুকুরের জিব দিয়ে লালা পড়ে।
জীব (প্রাণী) বুদ্ধির জোরেই জীবজগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ।

৪৪

জ্যোতি (আলো) চাঁদের নিজের কোন জ্যোতি নাই।
যতি (ছেদ) কাজে যতি দেওয়া মানে কাজবন্ধ করা নয়।

৪৫

টিকা (রোগের প্রতিষেধক) টিকা দিলে অনেক রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
টীকা (ব্যাখ্যা) অবোধ্য লেখায় টীকা টিপ্পনি জুড়ে স্পষ্ট করতে হয়।

৪৬

ডোল (ভাণ্ড) ডোলে ধান চাল রাখা হয়।
ঢোল (বাদ্যযন্ত্র) গায়কটি ঢাক ঢোল বাজিয়ে আসর জমিয়ে নিল।

৪৭

ডাল (শাখা) ঝড়ের সময় গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ে।
ডাল (খাদ্যবিশেষ) গরিবের ডালভাত খেয়ে দিন কাটে।

৪৮

ঢাল (আঘাত প্রতিরোধ করার অস্ত্র) ঢাল দিয়ে সে তীরের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করল।
ঢাল (ঢালু জমিবিশেষ) পাহাড়ের ঢালে ঢালে জুম চাষ হয়।

৪৯

দিন (দিবস) দিন যেয়ে রাত আসে।
দীন (দরিদ্র) দীনে দয়া করা মানুষের ধর্ম।

৫০

দেশ (ভূখণ্ড) ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে।
দ্বেষ (হিংসা) দ্বেষ মানুষকে ধবংস করে।

৫১

দীপ (আলো) মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে শুভ কামনা করা হয়।
দ্বীপ (জলবেষ্টিত স্থলভাগ) ভোলা বাংলাদেশের বৃহত্তম বদ্বীপ।

৫২

ধনী (বিত্তশালী) ধনী মানুষের ধনের লোভ অপরিসীম।
ধ্বনি (আওয়াজ) ১৯৭১ সালে 'জয়বাংলা' ধ্বনি রাজাকারদের আতঙ্কিত করে তুলত।

৫৩

ধরা (পৃথিবী) ধনধান্যভরা আমাদের এই ধরা।
ধড়া (কটি বস্ত্র) ধড়া পরে তাকে অসহায় মনে হচ্ছে।

৫৪

ধাতৃ (বিধাতা) মানুষের মাঝেই ধাতৃ নিজেকে লুকিয়ে রাখেন।
ধাত্রী (দাই) ধাত্রী মা শিশুটিকে লালনপালন করেন।

৫৫

নীর (পানি) বানের নীর মানুষের দুঃখের কারণ।

নীড় (পাখির বাসা) কোকিল নীড় বানাতে পারে না।
৫৬
নিতি (রোজ) ঘরে ভাত নেই, অথচ নীতি অতিথি আগমন!
নীতি (নিয়ম) দেশ পরিচালনার নীতিই রাজনীতি।
৫৭
নিত্য (প্রতিদিন) সে নিত্য এখানে আসা যাওয়া করে।
নৃত্য (নাচ) ছোট শিশুটির নৃত্য সবাইকে মুগ্ধ করেছে।
৫৮
নিরাশ (আশাহীন) কাজে সফল হতে হলে নিরাশ হলে চলবে না।
নিরাস (প্রত্যাখ্যান) দুর্নীতিকে মানুষ নিরাস করেছে।
৫৯
নিরস্ত্র (অস্ত্রহীন) ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে পাকিস্তানি সৈন্য।
নিরস্ত (ক্ষান্ত) জীবন দিয়েছে, তবু যুদ্ধে বাঙালি নিরস্ত হয়নি।
৬০
প্রদান (দেওয়া) বাংলাদেশ সরকার আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী বিদেশীদের সম্মাননা প্রদান করেছে।
প্রধান (বড়, শ্রেষ্ঠ) ভাত বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য।
৬১
পরা (পরিধান) আদিম মানুষ কাপড় পরত না।
পড়া (পাঠ করা) বই পড়া মজার কাজ।
৬২
পান (পাতা বিশেষ) পাহাড়ে পানের চাষ ভালো হয়।
পান (পান করা) ধূমপান বদ অভ্যাস।
৬৩
প্রসাদ (অনুগ্রহ) প্রসাদ নয়, গরিবকে তার প্রাপ্য অধিকার দিতে হবে।
প্রাসাদ (বড় দালান) ঢাকা শহরে প্রাসাদের অভাব নেই।
৬৪
পালক (পাখির ডানার অংশ) পালক পাখিকে শীত ও তাপ থেকে রক্ষা করে।
পলক (মুহূর্ত, অল্প সময়) পারমাণবিক বোমা এক পলকে আমাদের পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পারে।
৬৫
পরভৃত (কোকিল) বসন্তে পরভৃত ডাকে।
পরভৃৎ (কাক) পরভৃৎ কা কা করে।
৬৬
ফি (প্রত্যেক) ফিবছর আমরা নববর্ষ উদযাপন করি।
ফি (বেতন) বেসরকারি বিদ্যায়তনে ভর্তি ফি বৃদ্ধি করে শিক্ষাকে পণ্য বানানো হচ্ছে।
৬৭
বর্ষা (ঋতুবিশেষ) বর্ষাকালে মাঠঘাট পানিতে ভরে যায়।
বর্শা (অস্ত্রবিশেষ) বর্শার আঘাতে মানুষের মৃত্যু হয়।
৬৮
বান (বন্যা) বানভাসী মানুষের পাশে দাঁড়াও।
বাণ (শর) বাণবিদ্ধ হরিণ শাবক ছটফট করতে করতে মারা গেল।
৬৯
বল (শক্তি) খাদ্য শরীরের বল বৃদ্ধি করে।
বল (খেলার বল) মাঠে বল হাতে সাকিব এক অনন্য খেলোয়াড়।
৭০
বিনা (ব্যতীত) বিনা কারণে কার্য হয় না।
বীণা (বাদ্যযন্ত্র) বীণার সুরে মানুষ আনন্দ পায়।

৭১
বিষ (গরল) আর্সেনিক এক প্রকার বিষ।
বিশ (কুড়ি) বিশ টাকায় এখন এক কেজি আলুও কিনতে পাওয়া যায় না।
৭২
ভাষণ (উক্তি, কথন, বক্তব্য) মিথ্যা ভাষণে মানুষকে আর বিভ্রান্ত করা যাবে না।
ভাসন (দীপ্তি) সূর্যের আলোয় সোনা ভাসন ছড়ায়।
৭৩
ভারা (স্তূপাকার) ধান কাটা শেষে চাষিরা ভারা করে রাখে।
ভাড়া (মাশুল) এখন বাসের ভাড়াও মানুষের অসহনীয়।
৭৪
মন (অন্তর, হৃদয়) মনই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
মণ (চল্লিশ সের) পরিমাপের জন্য এখন আর মণ ব্যবহার করা হয় না।
৭৫
মাস (ত্রিশ দিন) বারমাস সে এখানে থাকে।
মাষ (কলাই) মাষকলাই ডাল খেতে ভালো।
৭৬
মরা (মৃত) মরা মানুষ পানিতে ভেসে ওঠে।
মড়া (শবদেহ) মড়াকে তাড়াতাড়ি সৎকার করাই ভালো।
৭৭
মূর্খ (জ্ঞানহীন) মূর্খ মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।
মুখ্য (প্রধান) মেধা নয়, টাকাই শিক্ষা গ্রহণের জন্য মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন।
৭৮
মোড়ক (আচ্ছাদন) বিজ্ঞাপনের মোড়কে পণ্যের গুণ বোঝা যায় না।
মড়ক (মহামারি) আগে মড়ক লেগে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যেত।
৭৯
যোগ্য (উপযুক্ত) চোরের ছেলে চোর যোগ্য বাপের যোগ্য পুত্র বটে।
যজ্ঞ (যাগ, উৎসব) বাংলা নববর্ষে ঢাকা মহানগর মানুষের মিলনযজ্ঞে পরিণত হয়।
৮০
রচক (রচয়িতা) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের জাতীয় সংগীতের রচক।
রোচক (উপভোগ্য) মুখরোচক হলেই খাদ্য পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ হয় না।
৮১
রাধা (রাধিকা) রাধা কৃষ্ণের লীলা বৈষ্ণব মতে ভগবত লীলা।
রাঁধা (রন্ধন করা) যে ভাত রাঁধে সে চুলও বাঁধে।
৮২
লক্ষ (সংখ্যা বিশেষ) লক্ষ লক্ষ মানুষ মাঠে নেমেছে।
লক্ষ্য (দৃষ্টি, উদ্দেশ্য, গন্তব্যস্থল) লক্ষ্যহীন জাতি গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না।
৮৩
লব্ধ (লাভ করা) জ্ঞানলব্ধ মানুষ পথ চিনতে ভুল করে না।
লুব্ধ (আকৃষ্ট) বাহারি পোশাক দেখে অনেকেই লুব্ধ হয়।
৮৪
লক্ষণ (চিহ্ন) নিয়মিত লেখাপড়া করা ভালো ছাত্রের লক্ষণ।
লক্ষ্মণ (রামের ভাই) রাম ও লক্ষ্মণ সহোদর।
৮৫
শয্যা (বিছানা) শয্যা বিছিয়ে সে ঘুমিয়ে গেলো।
সজ্জা (সাজ) বর সজ্জায় তাকে বেশ মানিয়েছে।

৮৬
শব (মৃতদেহ) সব ধর্মেই শব সৎকারের কথা আছে।
সব (সকল) সব মানুষের মুখে ভাত জোগানোর দায়িত্ব সরকারের।
৮৭
শিকার (মৃগয়া) শিকার করা অনেক মানুষের শখ।
স্বীকার (মেনে নেওয়া) ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনী পরাজয় স্বীকার করে।
৮৮
সর্গ (অধ্যায়) বইটির পাঠ সর্গে মহাকাব্যের অধ্যায়কে সর্গ বলা হয়।
স্বর্গ (বেহেশত) মাতৃভূমি মানুষের কাছে স্বর্গের সমান।
৮৯
সহিত (সঙ্গে) পণ্যের সহিত বিনা মূল্যে উপহার দেওয়া বিক্রয় কৌশল।
স্ব-হিত (নিজ কল্যাণ) পাগলেও স্ব-হিত বোঝে।
৯০
সাড়া (সংকেত) বিড়ালের সাড়া পেয়ে ইঁদুরটি পালিয়ে গেল।
সারা (সমাপ্ত) কাজ সারা হলেই ঘরে ফিরব।
৯১
সাক্ষর (অক্ষর জ্ঞান) গত কয়েক বছরে দেশে স্বাক্ষর মানুষের সংখ্যা বেড়েছে।
স্বাক্ষর (নামসই) আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই স্বাক্ষর করতে জানে না।
৯২
হাড় (অস্থি) হাড়ই সম্বল, তার শরীরে মাংস নেই বললেই চলে।
হার (পরাজয়) প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কাউকে না কাউকে হার মানতেই হয়।
৯৩
হাঁস (হংস) হাঁস পানিতে সাতাঁর কাটে।
হাস (হাসি) হাসতে পারলে মন ভালো থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ বলতে কী বোঝেন?
২. নিচের প্রায় সমোচ্চারিত শব্দজোড়ের অর্থসহ বাক্যরচনা করুন।

ক. অপচয়	খ. অন্ত	গ. আসা
অবচয়	অন্ত্য	আশা
ঘ. অংশ	ঙ. অনিল	
অংস	অনীল	

পাঠ ৬.৩ : প্রতিশব্দ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রতিশব্দ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- প্রতিশব্দের ব্যবহার করতে পারবেন।

এ ধরনের শব্দের গঠন ও উচ্চারণ ভিন্ন হলেও এরা অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। ভাষার একঘেয়েমি দূর করে প্রাঞ্জলতা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে প্রতিশব্দের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। তবে, প্রতিশব্দ অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলেও বাক্যকাঠামোতে একটি শব্দের কোন প্রতিশব্দটি যথোপযুক্ত তা নিরূপণের ক্ষেত্রে বাক্যস্থিত অন্যান্য উপাদানের ওপর নির্ভর করে। তাই একটি শব্দের সমার্থক কোনো শব্দ বসিয়ে দিলেই চলবে না, তা সংশ্লিষ্ট বাক্যিক পরিবেশে কতটা মানানসই সেটার প্রতিও লক্ষ রাখতে হবে।

অ বর্ণ

১. অবকাশ	অবসর, ছুটি, ফুরসত, সময়, সুযোগ
২. অপূর্ব	অদ্ভুত, আজব, আশ্চর্য, তাজ্জব, চমৎকার
৩. অকস্মাৎ	আচমকা, আকস্মিক, সহসা, হঠাৎ
৪. অকাল	অসময়, অবেলা, অদিন, কুদিন, দুঃসময়
৫. অক্লান্ত	অদম্য, ক্লান্তিহীন, নিরলস, পরিশ্রমী
৬. অক্ষম	অসমর্থ, অপটু, অদক্ষ, অযোগ্য, দুর্বল
৭. অঙ্গীকার	পণ, প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা, শপথ, সংকল্প
৮. অচেতন	অজ্ঞান, অসাড়, জ্ঞানশূন্য, জ্ঞানহীন, বেহুঁশ
৯. অজ্ঞ	অশিক্ষিত, অজ্ঞানী, মূর্খ, নির্বোধ, বেকুব
১০. অতিরিক্ত	অনেক, প্রচুর, পর্যাপ্ত, বেশি, মেলা
১১. অতীত	গতদিন, তৎকাল, পূর্ব, সেকাল, পূর্বকাল
১২. অত্যাচার	উপদ্রব, নিপীড়ন, নির্যাতন, জুলুম, লাঞ্ছনা
১৩. অদৃশ্য	অগোচর, অদেখা, অদৃষ্ট, অলক্ষ্য, না দেখা
১৪. অধিবেশন	সভা, সমিতি, সমাবেশ, মিটিং
১৫. অধ্যয়ন	পাঠ, পঠন, পড়া, পাঠাভ্যাস, লেখাপড়া
১৬. অনন্ত	অন্তহীন, অসীম, অশেষ, চিরস্থায়ী
১৭. অনুজ্জ্বল	নিস্তেজ, জ্যোতিহীন, ম্লান, বিবর্ণ
১৮. অনুরোধ	আবেদন, আবদার, আরজি, বায়না
১৯. অপরিচিত	অজানা, নাজানা, অজ্ঞাত, অচিন
২০. অভাব	অনটন, দারিদ্র্য, দৈন্য, গরিবি, দুর্দশা
২১. অলস	কুড়ে, অকর্মণ্য, অকেজো, ঢিলে, আলসে
২২. অল্প	কম, সামান্য, অপ্রচুর, নগণ্য, কিয়ৎ, ঈষৎ
২৩. অগ্নি	আগুন, অনল, বহ্নি, পাবক
২৪. অশ্ব	ঘোড়া, বাজী, তুরগ, টাঙ্গন
২৫. অতিশয়	অতি, অতীব, অতিমাত্রা, অধিক, অত্যন্ত
২৬. অখ্যাতি	কুৎসা, বদনাম, দুর্নাম, অপবাদ
২৭. অন্ধকার	আঁধার, তিমির, তমসা, শবর

২৮. অচল গতিহীন, অটল, স্থির, নিথর, অপ্রচলিত
২৯. অবস্থা দশা, রকম, প্রকার, হাল, হালত
৩০. অনাদর উপেক্ষা, অবজ্ঞা, অবহেলা, হেলা, অযত্ন
৩১. অপচয় অপব্যয়, বৃথাব্যয়, ক্ষতি, ক্ষয়,হ্রাস
৩২. অতিথি মেহমান, কুটুম, আগন্তুক, আমন্ত্রিত

আ বর্ণ

১. আসল খাঁটি, মূলধন, মৌলিক, মূল, মৌল
২. আইন বিধান, কানুন, ধারা, নিয়ম, নিয়মাবলি
৩. আঁধার অন্ধকার, তমসা, তিমির, শর্বর, আলোহীন
৪. আকার আকৃতি, চেহারা, আদল, গড়ন, গঠন
৫. আমন্ত্রণ আহ্বান, নিমন্ত্রণ
৬. আরম্ভ শুরু, সূচনা, ভূমিকা, সূত্রপাত, প্রারম্ভ
৭. আলো রশ্মি, কিরণ, দীপ্তি, প্রভা, নুর, জ্যোতি, আভা
৮. আকাশ অম্বর, নভ, গগন, আসমান, দ্যুলক
৯. আদেশ আজ্ঞা, হুকুম, অনুমতি, অনুশাসন, অনুজ্ঞা
১০. আনন্দ হর্ষ, আহ্লাদ, ফুর্তি, খুশি, আমোদ, মজা
১১. আফসোস পরিতাপ, দুঃখ, খেদ, অনুতাপ, আক্ষেপ, মনস্তাপ
১২. আধুনিক সাম্প্রতিক, নব্য, নবীন, বর্তমান, হালের
১৩. আকুল ব্যাকুল, কাতর, উৎসুক, কৌতূহলী, অস্থির
১৪. আশ্চর্য বিস্ময়, চমক, অবাক

ই /ঈ বর্ণ

১. ইচ্ছা সাধ, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, আশা, চাওয়া
২. ইতি সমাপ্তি, শেষ, অবসান, সমাপন, ছেদ
৩. ইদানিং সম্প্রতি, আজকাল, এখন, অধুনা, বর্তমান
৪. ঈর্ষা দ্বেষ, বিদ্বেষ, হিংসা, রেষারেষি, বৈরিতা

উ/ঊ বর্ণ

১. নমুনা দৃষ্টান্ত , নিদর্শন, নজির
২. উজ্জ্বল আলোকিত, উদ্ভাসিত, ভাস্বর, ঝলমলে, দীপ্ত
৩. উত্তম উৎকৃষ্ট, প্রকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, সেরা, অতুলনীয়
৪. উচ্ছেদ উৎপাটন, উৎখাত, নির্মূল, বিনাশ, স্থানচ্যুতি
৫. উচিত যোগ্য, কর্তব্য, উপযুক্ত, ন্যায্য, সমীচীন
৬. উপযুক্ত যোগ্য, উপযোগী, সমকক্ষ, সক্ষম
৭. উপকথা উপাখ্যান, কাহিনি, গল্প, কেচ্ছা

এ/ঐ বর্ণ

১. একতা ঐক্য, মিলন, একত্ব, অভেদ, অভিন্নতা
২. ঐশ্বর্য ধন, সম্পত্তি, বিত্ত, প্রতিপত্তি
৩. ঐক্য একতা, একত্ব, মিল, অভিন্ন, সমতা

ব্যঞ্জনবর্ণ

১.	কাঁদা	ক্রন্দন, কান্না, রোদন, কান্নাকাটি, অশ্রুত্যাগ
২.	কেনা	ক্রয়, খরিদ, কেনাকাটা, সওদা
৩.	কোন্দল	বিবাদ, বিরোধ, ঝগড়া, কলহ
৪.	কষ্ট	ক্লেশ, আয়াশ, পরিশ্রম, দুঃখ
৫.	কন্যা	মেয়ে, নন্দিনী, কুমারী, ঝি, বেটি
৬.	কথা	উক্তি, বচন, কথন, বাক্য, বাণী
৭.	কলহ	ঝগড়া, বিরোধ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব, কাইজা
৮.	কপাল	ভাল্, অদৃষ্ট, ভাগ্য, নিয়তি
৯.	কেশ	অলক, চিকুর, কুন্তল, চুল
১০.	কুল	বংশ, গোত্র, গোষ্ঠী, জাতি, বর্ণ
১১.	কঠিন	শক্ত, দৃঢ়, কঠোর, কড়া, জটিল
১২.	কল্যাণ	মঙ্গল, শুভ, সুখ, কল্যাণযুক্ত, সমৃদ্ধি
১৩.	কাটা	কর্তন করা, খণ্ডন করা, খনন করা
১৪.	কারণ	হেতু, নিমিত্ত, প্রয়োজন, উদ্দেশ্য
১৫.	কৃষক	চাষি, কৃষিজীবী, কর্ষক
১৬.	কূল	তীর, তট, কিনারা, ধার, পার, পাড়
১৭.	খ্যাতি	যশ, সুনাম, নাম, নামযশ, প্রতিষ্ঠা
১৮.	খাদ্য	খাবার, ভোজ্য, অন্ন, রসদ, খানা
১৯.	খবর	সংবাদ, বার্তা, তত্ত্ব, তথ্য, সমাচার, নিউজ, সন্দেশ
২০.	খাঁটি	বিশুদ্ধ, আসল, প্রকৃত, যথার্থ, সাচ্চা
২১.	খারাপ	মন্দ, কু, বদ, নিকৃষ্ট, দুষ্ট, নষ্ট, অভদ্র
২২.	খুব	ভীষণ, প্রচণ্ড, প্রচুর, অনেক, অত্যন্ত , অতিশয়
২৩.	খোঁজা	অন্বেষণ, সন্ধান, অন্বেষা, এষণা, তালাশ
২৪.	খেচর	পাখি, পক্ষি, বিহঙ্গ, খগ
২৫.	গভীর	অগাধ, প্রগাঢ়, নিবিড়, অতল, গহন
২৬.	গরু	ধেনু, গো, গাভী, পয়স্বিনী
২৭.	গৃহ	ভবন, আলয়, নিলয়, সদন, ঘর, বাড়ি
২৮.	ঘরনি	গৃহিণী, গিন্নী, বউ, স্ত্রী, পত্নী, জায়া, বিবি
২৯.	চন্দ্র	চাঁদ, শশী, শশাঙ্ক, ইন্দু, হিমাংশু
৩০.	চক্ষু	চোখ, লোচন, নয়ন, নেত্র, অক্ষি, আঁখি
৩১.	চঞ্চল	অস্থির, চপল, ব্যাকুল, কম্পিত, বিচলিত
৩২.	চিত্র	ছবি, প্রতিমূর্তি, নকশা
৩৩.	চির	অনন্ত , নিরবধি, নিত্য, অটুট
৩৪.	চিন্তা	মনন, ভাবা, স্মরণ, ধ্যান, ভাবনা
৩৫.	ছেদ	যতি, ছেদন, বিরাম, দাঁড়ি
৩৬.	ছাত্র	বিদ্যার্থী, শিষ্য, শিক্ষার্থী, শিক্ষানবিশ
৩৭.	জন্ম	উৎপত্তি, উদ্ভব, সৃষ্টি, ভূমিষ্ঠ, জনম, আবির্ভাব
৩৮.	জলাশয়	পুকুর, সরোবর, দিঘি, জলাধার, জলাভূমি
৩৯.	জাত	জাতি, গোষ্ঠী, গোত্র, বংশ, প্রকার, কুল
৪০.	জ্ঞান	বোধ, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, শিক্ষা, চেতনা
৪১.	ঝড়	সাইক্লোন, ঝটিকা, ঝঞ্ঝা, তুফান

৪২. ঝোঁক টান, আকর্ষণ, মমতা, মায়া, ভালবাসা
৪৩. ঠিক সত্য, যথার্থ, নির্ভুল, ন্যায্য, ভাল, উত্তম
৪৪. ঠাট্টা উপহাস, রসিকতা, বিদ্রূপ, মশকরা
৪৫. ডগা শীর্ষ, শিখর, অগ্রভাগ, আগা, মাথা
৪৬. ঢেউ ঊর্মি, তরঙ্গ, হিলল, জোয়ার
৪৭. ঢাকনা আবরণ, আচ্ছাদন, ঢাকা, ছাদ, সরা
৪৮. ঢের প্রচুর, অনেক, বেশি, রাশি, স্তূপ
৪৯. তপন সূর্য, রবি, ভানু, প্রভাকর, দিনপতি
৫০. তৃষ্ণা পিপাসা, তেষ্টা, পিয়াসা, ইচ্ছা
৫১. তুষার বরফ, হিম, হিমানী, তুহীন
৫২. তৈরি গঠন, নির্মাণ, গড়া, বানানো, প্রস্তুত
৫৩. দলিল নথি, নথিপত্র, কাগজপত্র, পাট্টা, দস্তাবেজ
৫৪. দক্ষ নিপুণ, পটু, পারদর্শী
৫৫. দরিদ্র নির্ধন, গরিব, বিত্তহীন, নির্বিত্ত
৫৬. দরদ মমতা, টান, আকর্ষণ
৫৭. দয়া অনুগ্রহ, করুণা, কৃপা, অনুকম্পা, মায়া
৫৮. দুঃখ কষ্ট, ক্লেশ, যন্ত্রণা, দুখ, ব্যথা, বেদনা
৫৯. দাস ভৃত্য, চাকর, ক্রীতদাস, অনুগত, অধীন
৬০. দান দেওয়া, অর্পণ, সম্প্রদান, বিতরণ, উৎসর্গ
৬১. দাহ দহন, জ্বালা, পোড়া, সৎকার
৬২. দীন দরিদ্র, কাতর, অসহায়, দুঃখ, করুণ
৬৩. ধন বিত্ত, অর্থ, সম্পদ, বিভব, টাকা-পয়সা
৬৪. ধর্ম রীতি, আচরণ, সৎকর্ম, পুণ্যকর্ম
৬৫. ধ্বংস নাশ, বিনাশ, বিলোপ, শেষ, ভস্ম, কেয়ামত
৬৬. ধবল সাদা/শাদা, শ্বেত, শুভ্র, শুল্ক, ধলা
৬৭. নবীন আনকোরা, নতুন, আধুনিক, অধুনা, নব, নয়া
৬৮. নাম খ্যাতি, সুনাম, অভিধা
৬৯. নিকট সন্নিহিত, কাছে, অদূর, অদূরবর্তী
৭০. নম্র ভদ্র, বিনয়ী, বিনয়াবনত, কোমল, নরম
৭১. নদী তটিনী, প্রবাহিনী, তরঙ্গিণী, গাং
৭২. নর মানব, মানুষ, মনুষ্য, লোক, জন, পুরুষ
৭৩. নারী মহিলা, স্ত্রী, মেয়ে, ললনা, মানবী
৭৪. নিজ আপন, স্বীয়, স্বয়ং, নিজস্ব, ব্যক্তিগত
৭৫. নিত্য সতত, সর্বদা, প্রত্যহ, নিয়মিত, রোজ
৭৬. নিদ্রা ঘুম, বিশ্রাম, অসাড়
৭৭. পরিবর্তন বদল, পাল্টানো, সংস্কার, সংশোধন
৭৮. পানি জল, বারি, সলিল, নীর, পয়ঃ
৭৯. পৃথিবী ভুবন, জগৎ, ধরণী, ধরা, বিশ্ব
৮০. পাপ পাতক, কলুষ, দুষ্কর্ম, দুষ্কৃতি
৮১. পদ্ম কমল, উৎপল, পঙ্কজ, কুমুদ, শতদল
৮২. পর্বত গিরি, পাহাড়, নগ, অচল, ক্ষিতিধর
৮৩. পিতা জনক, জন্মদাতা, বাবা, আব্বা, বাপ

৮৪. পুত্র আত্মজ, দুলাল, তনয়, ছেলে, কুমার, পোলা
৮৫. পাথর পাষাণ, প্রস্তর, শিলা, কাঁকর, কঙ্কর
৮৬. পুষ্প কুসুম, ফুল, রঙ্গনা, প্রসূন
৮৭. পণ্ডিত বিদ্বান, বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, বিশারদ, মনীষী
৮৮. পতন পড়া, অধোগতি, অবনতি, ধ্বংস, স্খলন
৮৯. পতাকা কেতন, ঝাণ্ডা, ধ্বজা, নিশান
৯০. পত্নী বউ, জায়া, সহধর্মিণী, জীবনসাথি, স্ত্রী
৯১. পথ রাস্তা, সরণি, সড়ক, নির্গমন, রাহা
৯২. পরম শ্রেষ্ঠ, মহৎ, অত্যন্ত , প্রধান, চরম
৯৩. পূর্ণ পুরা, ভর্তি, সফল, সিদ্ধ, সম্পূর্ণ, সমাপ্ত
৯৪. পেলব কোমল, মৃদু, লঘু, সুন্দর, নিপুণ, নরম
৯৫. পেষণ দলন, মর্দন, বাঁটা, চূর্ণন, পেষা
৯৬. প্রকৃতি স্বভাব, চরিত্র, ধর্ম, নিসর্গ
৯৭. প্রবৃত্তি অভিরুচি, স্পৃহা, স্বভাব
৯৮. প্রভু মনিব, স্বামী, ঈশ্বর, কর্তা, অধিপতি
৯৯. পত্র পাতা, পল্লব, পত্তর, চিঠি
১০০. ফাঁকি অবহেলা, বঞ্চনা, প্রতারণা, ঠকামি
১০১. বন্ধুত্ব মৈত্রী, সৌহার্দ্য, সখ্য, মিতালি, দোস্তি
১০২. বায়ু হাওয়া, বাতাস, পবন, সমীর, সমীরণ
১০৩. বিচিত্র বিভিন্ন, রকমারি, রকমফের, বিবিধ, নানান
১০৪. বিশৃঙ্খল ব্যতয়, গোলমাল, গোলযোগ
১০৫. বৃহৎ বিশাল, প্রকাণ্ড, মস্ত , বিপুল, বড়
১০৬. বন অরণ্য, অটবি, জঙ্গল, কানন, বনানী, বনভূমি
১০৭. বন্ধু সখা, মিত্র, সুহৃদ, বান্ধব, স্বজন, প্রিয়জন
১০৮. বৃক্ষ তরু, মহীরুহ, উদ্ভিদ, গাছপালা
১০৯. বস্ত্র বসন, পরিধেয়, কাপড়, পোশাক
১১০. বসন্ত মধুকাল, রাগ, ঋতুরাজ, মধুমাস
১১১. বিমান উড়োজাহাজ, হাওয়াই জাহাজ, আকাশযান
১১২. বদ দুষ্ট, মন্দ, অসাধু, অসৎ, কর্কশ, খারাপ
১১৩. বাদ বাতিল, কথন, ভাষণ, উক্তি, বিয়োগ, ত্যাগ
১১৪. বর বরণীয়, পতি, স্বামী, জামাই
১১৫. বহু অধিক, অনেক, প্রচুর, বেশি
১১৬. বড় জ্যেষ্ঠ, ধনী, শ্রেষ্ঠ, শীর্ষ, উচ্চ
১১৭. বন্ধ বাঁধা, আবদ্ধ, রুদ্ধ, যুক্ত, বিন্যস্ত
১১৮. বন্যা প্লাবন, বান, জলোচ্ছ্বাস, জোয়ার, কোটাল
১১৯. বশ অধীন, আয়ত্ত, অধীনতা, বশবর্তিতা
১২০. বসা উপবেশন, স্থাপন, সক্রিয় হওয়া
১২১. বাস্তু বাসস্থান, বাসগৃহ, বাসভূমি, আবাস
১২২. বিদ্যুৎ তড়িৎ, বিজলি, চপলা, চঞ্চলা
১২৩. বিফল ফলহীন, নিষ্ফল, অসমর্থ, ব্যর্থ
১২৪. বিচক্ষণ বহুদর্শী, দূরদর্শী, অভিজ্ঞ, কর্মদক্ষ
১২৫. বিচার বিবেচনা, যুক্তিপ্রয়োগ, তর্ক, মীমাংসা

১২৬. বিধি নিয়ম, বিধান, আইন, পদ্ধতি, উপায়
১২৭. বিয়োগ বিচ্ছেদ, বিরহ, মৃত্যু, অভাব
১২৮. বিরক্ত বিমুখ, অপ্রসন্ন, বিদ্বিষ্ট, ক্ষুব্ধ
১২৯. বিবাহ বিয়ে, পরিণয়, পাণিগ্রহণ, উদ্বাহ, শাদি
১৩০. ভয় শঙ্কা, ত্রাস, ভীতি, ডর
১৩১. ভাই ভ্রাতা, সহোদর, ভাইয়া, ভায়া
১৩২. ভাগ্য বিধি, কপাল, নসিব, তকদির, নিয়তি
১৩৩. ভুল ভ্রম, ভ্রান্তি , ত্রুটি, প্রমাদ, গলদ, দোষ
১৩৪. ভ্রমর ভোমরা, মৌমাছি, মধুকর, মধুপ, অলি
১৩৫. ভগ্ন ভাঙা, খণ্ডিত, চূর্ণিত, দুমড়ানো, কুঞ্চিত
১৩৬. ভজন স্তুতি, আরাধনা, সেবা, প্রশংসা
১৩৭. ভয়ানক ভয়ংকর, ভয়াবহ, খুব, ভীষণ
১৩৮. ভর অবলম্বন, নির্ভর, সহযোগিতা, ভার
১৩৯. মাতা জননী, মা, গর্ভধারিণী, জন্মধাত্রী
১৪০. মৃত্যু মরণ, নিধন, ইন্তেকাল, মহাপ্রস্থান

অন্যান্য বর্ণ

১৪১. রাজা রাজ্যপাল, নৃপতি, ভূপতি, মহীপাল, সম্রাট
১৪২. রানি রাজ্ঞী, মহিষী, সম্রাজ্ঞী, রাজমহিষী, বেগম
১৪৩. ঋষি তপস্বী, মুনি, যোগী, সাধুপুরুষ
১৪৪. ঋদ্ধ সমৃদ্ধ, উন্নত, পুষ্ট
১৪৫. ঋতু কাল, মৌসুম, মরশুম
১৪৬. শিক্ষক গুরু, ওস্তাদ, মাস্টার, টিচার
১৪৭. হস্তি হাতি, করী, গজ, দ্বিপ, মাতঙ্গ
১৪৮. হরিণ মৃগ, মৃনয়ন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. নিচের শব্দগুলোর প্রতিশব্দ লিখুন।

অদৃশ্য, বৃক্ষ, বায়ু, পোষণ, ভ্রমর, কূল, চন্দ্র, জাত, ঝড়, ঢেউ, ঢের, ঋতু, হস্তি, মাতা, বৃহৎ।

পাঠ ৬.৪ : একই শব্দের ভিন্নার্থক প্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- একই শব্দের ভিন্নার্থক প্রয়োগ করতে পারবেন।

বাংলাভাষায় কিছু শব্দ রয়েছে যাদের আভিধানিক অর্থ এক হলেও প্রতিবেশ ভেদে এরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। এই ভাষায় কিছু বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াশব্দ রয়েছে যারা আভিধানিক অর্থ ছাড়াও ব্যবহারিক বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। এদের পরে অন্য অর্থবোধক শব্দ বসে বিশেষ অর্থ প্রকাশ পায়। এদের একই শব্দের ভিন্নার্থক প্রয়োগ বলে বিবেচনা করা হয়।

বিশিষ্টার্থ শব্দের ব্যবহার

শব্দ আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ বিশেষ অর্থ বাক্যরচনা

অর্থ

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : মানে বা টাকা

বিশেষ অর্থ :

১. অর্থ বোঝা (উদ্দেশ্য)	তার কথার অর্থ বোঝা গেল না।
২. কথার অর্থ (মানে)	তোমার কথার অর্থ কী?
৩. হাতে অর্থ নেই (টাকা)	তার হাতে কোন অর্থ নেই।
৪. অর্থনীতি (শাস্ত্রবিশেষ)	অর্থনীতি বেশি কঠিন নয়।
৫. অর্থবান (সম্পদশালী)	অর্থবানের হাত সব সময় বড় হয়।

উঠা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : উত্থিত হওয়া

বিশেষ অর্থ :

১. রব উঠা (গুজব উঠা)	কুকর্মটি মতি মিয়া করেছে বলে রব উঠেছে।
২. জাতে উঠা (সমাজে স্থান পাওয়া)	প্রায়শ্চিত্ত করে সে জাতে উঠেছে।
৩. জ্বলে উঠা (ক্রুদ্ধ হওয়া)	খুনি আসামির কথা শুনে হাকিম জ্বলে উঠলেন।
৪. কানে উঠা (শুনতে পাওয়া)	কথাটা শেষ পর্যন্ত বাবার কানে উঠেছে।
৫. মন উঠা (সন্তুষ্ট হওয়া)	এত অল্পে তার মন ওঠে না।
৬. খরচ উঠা (খরচ পোষানো)	সে ব্যবসাতে মোটা টাকা লোকসান দিয়েছে;খরচ পর্যন্ত ওঠেনি।
৭. রঙ উঠা (বিবর্ণ হওয়া)	কাপড়টার রঙ উঠে যাবে।
৮. চাঁদা উঠা (অর্থ সংগৃহীত হওয়া)	সমিতিতে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা উঠেছে।

কথা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : বাক, বচন, ভাষা, উক্তি

বিশেষ অর্থ :

১. কথা দেওয়া (প্রতিশ্রুতি দেওয়া)	তাকে আমি টাকা দেব বলে কথা দিয়েছি।
২. কথা চলা (প্রস্তাব হওয়া)	আমাদের গ্রামে একটি হাই স্কুল খোলার কথা চলছে।
৩. শেষ কথা (প্রস্তাব হওয়া)	তার মতো জুচ্চোর আমার কাছে কোন সাহায্য পাবে না; এই আমার শেষ কথা।

৪. কথা (তুলনা) বড় লোকের ছেলে তুমি, তোমার সঙ্গে কার কথা!

কান

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : কর্ণ

বিশেষ অর্থ :

১. কান পাতা (শুনার জন্য মনোযোগ দেওয়া) দুষ্ট ছেলেটি বুড়োদের আলাপে কান পেতে থাকে।
২. কান দেওয়া (শোনা) সে কারো কথায় কান দেয় না।
৩. কানে উঠা (কর্ণগোচর হওয়া) তোমার অপরাধের কথা তোমার বাবার কানে উঠেছে।
৪. কানে তোলা (কথা উত্থাপন করা) এসব তুচ্ছ কথা তাঁর কানে তুলে লাভ নেই।
৫. কানে বাজা (রেশ থাকা) তার কথাগুলো এখনও আমার কানে বাজছে।
৬. কান ভার করা (সন্দেহ সৃষ্টি করা) ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে নানা কথা বলে স্বামীর কান ভার করল মীরা।

কাজ

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : কর্ম, কার্য

বিশেষ অর্থ :

১. কাজ দেওয়া (সহায়ক) ভাল গাড়ি পুরোনো হলেও কাজ দেয়।
২. কাজ (প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়া) শিক্ষা ছাড়া জীবনে কেবল টাকাতে কাজ হয় না।
৩. কাজে লাগা (প্রয়োজনে আসা) পুরোনো চাদরটি রেখে দাও; কাজে লাগবে।
৪. কাজ পাওয়া (কর্মের সংস্থান হওয়া) অনেক ঘোরাঘুরির পর সে একটা ভাল কাজ পেয়েছে।
৫. কাজ হাসিল করা (উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া) কেবল মধুর কথায় কাজ হাসিল করা যায় না।

কাঁচা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : অপক্ব

বিশেষ অর্থ :

১. কাঁচা ইট (অপোড়া ইট) কাঁচা ইটের দালান ঝড়ে পড়ে যাবে।
২. কাঁচা লোক (অনিপুণ লোক) মতিন সাহেব কাঁচা লোক নন।
৩. কাঁচা ঘুম (সদ্য ঘুম) ছেলেটাকে কাঁচা ঘুমে ডেকো না।
৪. কাঁচারঙ (অস্থায়ীরঙ) শাড়িখানির কাঁচারঙ সহজে উঠে গেল।
৫. কাঁচা হাত (অনিপুণ হাত) কাঁচা হাতের লেখা; কত আর ভাল হবে!
৬. কাঁচা সোনা (বিশুদ্ধ সোনা) কাঁচা সোনার গয়নার ঔজ্জ্বল্যই আলাদা।
৭. কাঁচা মাথা (অপক্ব) ছেলেটির অঙ্কে কাঁচা মাথা বলে প্রতি বছরই ফেল করে।
৮. কাঁচা কথা (হালকা কথা) তিনি তো আর কাঁচা কথার লোক নন।

কড়া

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : তীব্র, অকোমল

বিশেষ অর্থ :

১. কড়া (কঠোর) কড়া কথায় কারো মনে আঘাত দিয় না।
২. কড়া (প্রখর) কড়া রোদে দৌড়ান ভালো নয়।
৩. কড়া (সতর্ক) বাড়িটা কড়া পাহারা দিতে হচ্ছে।
৪. কড়া (খুব বেশি) কড়া সুদে টাকা ধার করা ঠিক নয়।
৫. কড়া (পাকা) এটি কড়ারঙের কাপড়।
৬. কড়া (উগ্র) তার কড়া মেজাজ অসহনীয়।

গরম

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : উষ্ণ, তাপ, উত্তাপ

বিশেষ অর্থ :

১. গরম (উগ্র)	আমাকে গরম মেজাজ দেখাবেন না।
২. গরম (অজীর্ণ)	পেট গরম বলে সে আজ ভাত খায়নি।
৩. গরম (মূল্য বৃদ্ধি)	এখন কাপড়ের বাজার গরম।
৪. গরম (অহংকার)	টাকার গরমে তার ঘুম হচ্ছে না।
৫. গরম (উত্তাপ)	জ্বরে ছেলেটির গা গরম হয়েছে।
৬. গরম (গ্রীষ্ম)	গরমকাল আমার মোটেই ভালো লাগে না।
৭. গরম (টাটকা)	এটা আজকের গরম খবর।

গা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : শরীর, গতর

বিশেষ অর্থ :

১. গায়ে মাখা (গ্রাহ্য করা)	ছেলেটি বড় বেহায়া, কোনো কথাই গায়ে মাখে না।
২. গা ঢাকা দেওয়া (আত্মগোপন করা)	অন্ধকারে লোকটা গা ঢাকা দিলো।
৩. গায়ে হাত তোলা (প্রহার করা)	গরিবের গায়ে হাত তোলা ভালো নয়।
৪. গায়ে কাঁটা দেওয়া (রোমাঞ্চিত হওয়া)	সেই রাত্রির কথা মনে পড়লে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে।
৫. গা করা (মন দেওয়া)	বসে থেকে কি হবে? গা করে কাজ করো।
৬. গা জুড়ানো (স্বস্থি পাওয়া)	তোমার ঐ দশটি টাকায় আমার গা জুড়াবে না।

চোখ

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : চক্ষু, নয়ন

বিশেষ অর্থ :

১. চোখ দেখা (চোখ পরীক্ষা করা)	ডাক্তার সাহেব রুগির চোখ দেখে চশমা নিতে বললেন।
২. চোখ পাকানো বা রাঙানো (রাগ দেখানো)	তোমার চোখরাঙানিতে ঘাবড়াব, সে লোক আমি নই।
৩. চোখ উঠা (চক্ষূরোগ বিশেষ)	ছেলেটার চোখ উঠেছে।
৪. চোখঠারা (চোখ দিয়ে ইশারা করা)	কেনো তুমি চোখঠারাও প্রমিলার দিকে?
৫. চোখ ফোটা (প্রকৃত জ্ঞান হওয়া)	কবে যে তোমার চোখ ফুটবে কে জানে!
৬. চোখ রাখা (দৃষ্টিরাখা)	ছেলেটির প্রতি একটু চোখ রেখো।
৭. চোখ খোলা (বোধ হওয়া)	কিন্তু তার কথা শুনে আমার কতখানি চোখ খুলে গেছে সে তো জানে না।
৮. চোখে ধুলো দেওয়া (ঠকানো)	পরের চোখে ধুলো দিয়ে আর কতোদিন চলবে?
৯. চোখের মাথা খাওয়া (না দেখা)	পা মাড়িয়ে যাও কেনো চোখের মাথা খেয়েছ নাকি?
১০. চোখের দেখা (দর্শন)	মাঝে মাঝে চোখের দেখা দিও, বন্ধু।
১১. চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো (ভালোভাবে বুঝানো)	তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে কিছুই বুঝবে না।
১২. চোখ টাটানো (ঈর্ষা হওয়া)	পরের মঙ্গল দেখলে খারাপ লোকের চোখ টাটায়।

ছোট

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ

বিশেষ অর্থ :

১. ছোট (সংকীর্ণ)	লোকটার মন ছোট।

২. ছোট (নীচ) ছোট লোক কত ভদ্রতাই বা জানবে।
৩. ছোট (কনিষ্ঠ) ছোট ছেলেটি মা-বাবার আদুরে।
৪. ছোট (তুচ্ছ) অত ছোট কথায় কান দিও না।
৫. ছোট (ক্ষুদ্র) ছোট কাজটি করতে বেশি সময় লাগবে না।
৬. ছোট (অপমানিত) ছেলেটির দুর্ব্যবহারে সমাজের কাছে আমার আমার মুখ ছোট হয়েছে।
৭. ছোট (বিনয়ী) বড়যদি হতে চাও ছোট হও আগে।

ছাড়া

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : বর্জন বা ত্যাগ করা

বিশেষ অর্থ :

১. আশা ছাড়া (ত্যাগ করা) ঐ চাকরির আশা ছেড়েছি।
২. হাল ছাড়া (নিরাশ হওয়া) এতো শিগগির হাল ছাড়লে চলবে কি করে!
৩. গলা ছাড়া (উদাত্ত কণ্ঠ) গলা ছেড়ে গান গাও।
৪. জ্বর ছাড়া (জ্বর থামা) ঘাম দিয়ে তার জ্বর ছেড়েছে।
৫. ছেড়ে দেওয়া (মুক্ত করা) পাখিটাকে ছেড়ে দাও।
৬. ঘর ছাড়া (গৃহত্যাগ করা) ঘর ছেড়ে ছেলেটি পথে পথে ঘুরছে।
৭. ছাড়া (ব্যতীত) তোমাকে ছাড়া বাঁচে কি পরান।
৯. ছাড়া (আশ্রয়) মা ছাড়া শিশু অসহায়।

তোলা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : উঠানো, উত্তোলন

বিশেষ অর্থ :

১. গুজব তোলা (রটনা করা) যে মিথ্যা গুজব তোলে, সে দেশের শত্রু।
২. ঘরে তোলা (গৃহজাত করা) সব ফসল ঘরে তোলা হয়েছে তো?
৩. সুর তোলা (সুর ভাঁজা) গায়ক গানের সুর তুলতে চেষ্টা করছে।
৪. পটল তোলা (মারা যাওয়া) সে অল্প বয়সে পটল তুলেছ।
৫. চাঁদা তোলা (চাঁদা সংগ্রহ করা) দুর্গত এলাকার জন্য স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী রাস্তায় রাস্তায় চাঁদা তুলতে নেমেছে।
৬. হাত তোলা (প্রহার করা) গরিবের গায়ে হাত তোলা উচিত নয়।
৭. কথা তোলা (প্রসঙ্গ উত্থাপন করা) বড় সাহেবের কাছে আমার কথাটা তুলছে নাকি।
৮. জাতে তোলা (সমাজে স্থান দেওয়া) প্রায়শ্চিত্ত করে তাকে জাতে তোলা হয়েছে।
৯. কারবার তোলা (লোপ করা) ক্ষতির ভয়ে কারবার তুলে খুব ভাল কাজ করিনি।
১০. ফুল তোলা (চয়ন করা) সেলিনা বাগানে ফুল তুলছে।
১১. ফসল তোলা (গোলাজাত করা) কৃষক তার মাঠের ফসল তুলেছে।

দেওয়া

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : প্রদান

বিশেষ অর্থ :

১. নাম দেওয়া (তালিকাভুক্ত হওয়া) তরুণ ছেলেটি সৈন্য বিভাগে নাম দিয়েছে।
২. সাড়া দেওয়া (আহ্বানে জবাব দান) দেশের ডাকে সাড়া দেওয়া প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য।
৩. জাত দেওয়া (মান বিনষ্ট করা) অভাবে পড়ে ছেলেটি জাত দিয়েছে।
৪. হানা দেওয়া (আক্রমণ করা) দেশে শত্রু হানা দিয়েছে।
৫. কান দেওয়া (শুনা) গুজবে কান দিয়ো না।
৬. প্রাণ দেওয়া (আত্মত্যাগ করা) প্রকৃত দেশপ্রেমিক দেশের জন্য হেসে হেসে প্রাণ দিতে পারেন।

৭. তা দেওয়া (উষ্ণতা দেওয়া) মুরগি ডিমে তা দিচ্ছে।
৮. ছুটি দেওয়া (বন্ধ দেওয়া) আজ থেকে কলেজ দুদিনের ছুটি দেওয়া হয়েছে।
৯. মুখ দেওয়া (খাওয়া) বিড়াল দুধে মুখ দিয়েছে।
১০. চম্পট দেওয়া (পালাইয়া যাওয়া) দুষ্ট ছেলেটা টাকা মেরে চম্পট দিয়েছে।

ধরা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : স্পর্শ, পাকড়ানো, পৃথিবী

বিশেষ অর্থ :

১. দোষ ধরা (দেখান) পরের দোষ ধরার অভ্যাস ভালো নয়।
২. তাল ধরা (উৎসাহ দেওয়া) প্রতি কাজেই তাল ধরলে হয় না।
৩. রোগ ধরা (রোগাক্রান্ত হওয়া) লোকটাকে শক্ত রোগে ধরেছে।
৪. মনে ধরা (পছন্দ হওয়া) কলমটি আমার মনে ধরেনি।
৫. ট্রেন ধরা (ঠিক সময় ট্রেন পাওয়া) বড্ড দেরি হয়ে গেছে; ট্রেন ধরতে পারব কি?
৬. দাম ধরা (মূল্য নির্ধারণ) ন্যায্য দাম ধরে গরুটি দিয়ে দাও।
৭. কলম ধরা (লিখা শুরু করা) শেষ পর্যন্ত আমাকে তার বিরুদ্ধে কলম ধরতে হলো।
৮. ধরা (অনুরোধ করা) বড় কর্তাকে ধরলেই চাকরি হয়ে যাবে।
৯. গান ধরা (গান গাওয়া) অনেক সাধাসাধির পর তিনি গান ধরলেন।

পা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : পদ, চরণ

বিশেষ অর্থ :

১. পা বাড়ানো (অগ্রসর হওয়া) পা বাড়িয়ে চলো; সাফল্য তোমার আসবেই।
২. পা চালান (দ্রুতবেগে চলন) অফিসের সময় হওয়াতে সে পা চালিয়ে চলে গেল।
৩. পায়ে পড়া (ক্ষমা চাওয়া) কৃত অপরাধের জন্য ছাত্রটি শিক্ষকের পায়ে পড়ল।
৪. পায়ে ঠেলা (তুচ্ছ করা) হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না।
৫. পায়ে ধরা (অনুরোধ করা) ওর মতো কৃপণের পায়ে ধরলেও দুটি টাকা দেবে না।
৬. পা চাটা (হীন খোশামোদ করা) দুমুঠো ভাতের জন্য কারো পা চাটতেও তার আপত্তি নাই।

পাকা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : পক্ব, পরিণত

বিশেষ অর্থ :

১. পাকা ইট (পোড়ানো) পাকা ইটের বাড়ি খুব শক্ত মজবুত।
২. পাকা (অভিজ্ঞ) রহমান সাহেব পাকা ডাক্তার।
৩. পাকা সোনা (খাঁটি) পাকা সোনার অলংকার টিকে বেশি।
৪. পাকারং (স্থায়ী) পাকা রঙের শাড়ি দামে সস্তা নয়।
৫. পাকা চুল (সাদা) বুড়োর পাকা চুলের বাহার দেখো।
৬. পাকা খাতা(শেষ) পাকা খাতায় হিসেব তোলা হয়েছে; আর কাটাকাটি সম্ভব নয়।
৭. পাকা (নিপুণ) বুড়োর কাজে খুঁত থাকে না সে এতই পাকা।
৮. পাকা (সম্পূর্ণ) এ কাজটি করতে যকির পাকা এক সপ্তাহ লেগেছে।
৯. পাকাকথা (অপরিবর্তনীয়) তারা বিয়েতে পাকাকথা দিয়েছে।

বড়

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : বৃহৎ, দীর্ঘ, মহৎ, খুব

বিশেষ অর্থ :

১. বড় (ধনী)	সে বেশ বড় লোক।
২. বড় (উচ্চপদস্থ)	অফিসের বড় বাবু বদমেজাজি লোক।
৩. বড় (অত্যন্ত)	বড় বিপদে পড়েই তোমার কাছে এসেছিলাম।
৪. বড় (উদার)	সম্রাট আকবর বড় মনের অধিকারী ছিলেন।
৫. বড় (জ্যেষ্ঠ)	মৈত্রী বাবা মায়ের বড় মেয়ে।
৬. বড় (উচ্চবংশ)	বড় ঘরের মেয়ে বলে তার এত দেমাক।
৭. বড় (কঠোর)	সে আমার মুখের উপর এত বড় কথা বলতে পারল!
৮. বড় (বিশেষ)	বড়দিনের ছুটিতে লিপি বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেল।
৯. বড় (নিকট)	লোকটি আমার বড় কুটুম।

বুক

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : বক্ষস্থল, অন্তর, ছাতি

বিশেষ অর্থ :

১. বুক বাঁধা (মন দৃঢ় করা)	পিতৃহীন ছেলেটি বুক বেঁধে জীবন সংগ্রামে নেমেছে।
২. বুক ফাটা (হৃদয় বিদীর্ণ হওয়া)	কোন কোন মায়ের বুক ফাটলেও মুখ ফোটেনা।
৩. বুকের পাটা (সাহস)	বিড়াল দেখলে যে ভয় পায়, তার আবার বুকের পাটা!
৪. বুক পাতা (সাহায্য করা)	প্রকৃত মানুষ যাঁরা, তাঁরা পরের জন্য বুক পাততে পারেন।
৫. বুক ফুলা (গর্ব করা)	ছেলের পরীক্ষা পাশে বুড়োর বুক ফুলে গেছে।
৬. বুকে লাগা (আঘাত পাওয়া)	তোমার কঠোর বাক্য বন্ধুর বুকে লেগেছে।
৭. বুক লাগান (সাহায্য করা)	পরের বিপদে বুক লাগান মহত্ত্বের কাজ।

মন

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : চিত্ত, হৃদয়

বিশেষ অর্থ :

১. মন উঠা (সন্তুষ্ট হওয়া)	যতই দাও না কেন তার কিন্তু মন উঠবে না।
২. মন পড়া (পছন্দ হওয়া)	মেয়েটাতে তার মন পড়েছে।
৩. মন লাগা (মনোযোগী হওয়া)	কিছুতেই কাজে মন লাগছে না।
৪. মনে পড়ে (স্মরণে আসা)	কবিতার লাইনটা মনে পড়ছে না।
৫. মনে লাগা (পছন্দ হওয়া)	বাড়িটি আমার বেশ মনে লেগেছে।
৬. মন পাওয়া (ভালোবাসা পাওয়া)	এত করেও তোমার মন পাইনি।
৭. মনের মিল (সদ্ভাব)	ওদের দুজনের মধ্যে মনের মিল নেই।
৮. মন কষাকষি (মনোমালিন্য)	সম্পত্তি নিয়ে উভয়ের মধ্যে মন কষাকষি আছে।

মাথা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : মস্তক, শির, আগা, আরম্ভ ,শরীরের একটি অঙ্গ

বিশেষ অর্থ :

১. মাথা দেওয়া (সাহায্য করা)	বিপদে যে মাথা দেয় সেই প্রকৃত বন্ধু।
২. মাথা ধরা (মাথায় যন্ত্রণা হওয়া)	ওষুধ খেয়ে রোগীর মাথা ধরেছে।
৩. মাথা পাতা (সম্মত হওয়া)	এ কাজে আমি মাথা পাততে পারি না।
৪. মাথা আসা (বোধগম্য হওয়া)	অঙ্কটি কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না।
৫. মাথা খাওয়া (নষ্ট করা)	অতি আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়ো না।
৬. মাথা ঠেকান (প্রণাম করা)	ও আমার দেশের মাটি, তোমার তরে ঠেকাই মাথা।

৭. মাথায় উঠা (প্রশ্রয় পাওয়া) আদর পেয়ে ছেলেটা মাথায় উঠে যাচ্ছে।
৮. মাথা গরম করা (চটিয়া যাওয়া) এত অল্পে ছেলেটা মাথায় গরম করছে।
৯. চোখের মাথা খাওয়া (অন্ধ হওয়া) চোখের মাথা খেয়েছ নাকি?
১০. মাথার দিব্যি (শপথ) মাথার দিব্যি, তুমি সেখানে যাবে না।

মুখ

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : মুখমণ্ডল, সম্মুখ
বিশেষ অর্থ :

১. মুখ রাখা (মান রাখা) ছেলেটা তার বাবার মুখ রেখেছে।
২. মুখ উজ্জ্বল করা (গৌরব বাড়ানো) সুপুত্র বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে।
৩. মুখ চাওয়া (নিভর্র করা) আমি তার মুখ চেয়ে বসে আছি।
৪. মুখ তোলা (প্রসন্ন হওয়া) খোদা দরিদ্র লোকটির দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।
৫. মুখে খই ফোটা (বেশি কথা বলা) মনে হয়, বক্তার মুখে যেন খই ফুটছে।
৬. মুখ খোলা (নীরবতার পর কথা বলা) অনেকক্ষণ পর দেখি আপনি মুখ খুললেন।
৭. মুখ সামলানো (সংযত হওয়া) খবরদার মুখ সামলিয়ে কথা বলো।
৮. মুখ করা (তিরস্কার করা) আমি আপনার খাই, না পরি; আমাকে মুখ করছেন কেন?
৯. মুখ চুন হওয়া (লজ্জা পাওয়া) ছোট ভাইয়ের অভদ্র ব্যবহারে আমার মুখ চুন হয়েছে।
১০. মুখ ভার করা (অভিমান করা) মুখ ভার করে বসে থেকে কি লাভ?
১১. মুখ ফুটে বলা (সাহস করে বলা) এ সামান্য কথাটাও মুখ ফুটে তুমি বলতে পারলে না?
১২. মুখচোরা (লাজুক) তার মতো মুখচোরা ছেলে আবার আইন পড়ে।
১৩. মুখবন্ধ (ভূমিকা) মুখবন্ধে বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে।
১৪. মুখ লাল হওয়া (রাগান্বিত হওয়া) তার কথা শুনে কবির সাহেবের মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল।

মোটা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ :
বিশেষ অর্থ :

১. মোটা (স্থূল) মোটা বুদ্ধিতে সব কাজ হয় না।
২. মোটা (অমসৃণ) মোটা কাপড় আমি পরি না।
৩. মোটা (মিহি নয়-এমন) মোটা ভাত ও মোটা কাপড়েই সে তুষ্ট।
৪. মোটা (বেশি) মোটা আয়ের লোক গরিবকে চোখে দেখে না।
৫. মোটা (বহু) আমার মোটা কাজ আছে।
৬. মোটা (প্রচুর) মোটা ধার নিলে শেষে শোধ করতে পারে না।

রাখা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ :
বিশেষ অর্থ :

১. পায়ে রাখা (আশ্রয় দেওয়া) এ অধমকে পায়ে রেখ, হে খোদা!
২. মান রাখা (সম্মান রাখা) সন্তান বংশের মান রাখতে পারে।
৩. মন রাখা (সন্তুষ্ট করা) সকলের মনরেখে চলা কঠিন।
৪. কথা রাখা (অনুরোধ রক্ষা করা) আমার বিশ্বাস, সে আমার কথা রাখবে।
৫. চোখ রাখা (নজর রাখা) শিশুটির প্রতি চোখ রেখো।
৬. মনে রাখা (স্মরণ রাখা) সে বংশের মান রেখেছে।

৭. নাম রাখা (সম্মান রাখা) ছেলেটা বাপের নাম রেখেছে।
৮. কথা রাখা (প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা) শেষ পর্যন্ত কথা রাখলেন বড় সাহেব।

লাগা
আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ :
বিশেষ অর্থ :

১. পিছু লাগা (শত্রুতা করা) সে আমার পিছু লেগেছে কেন বুঝতে পারছি না।
২. জোড়া লাগা (সংলগ্ন হওয়া) ভাঙা মন জোড়া লাগে না।
৩. মন লাগা (মনোযোগ দেওয়া) কাজে মন লাগাও।
৪. চমক লাগা (আশ্চর্যান্বিত হওয়া) দৃশ্যটি দেখে আমার চমক লেগেছে।
৫. ভেল্কি লাগা (ধাঁধাঁ লাগা) মন্ত্র আউড়িয়ে লোকের মনে ভেল্কি লাগানোর যুগ চলে গেছে।
৬. নজর লাগা (কু দৃষ্টি লাগা) রমেশবাবুর বাড়ির প্রতি চোরের নজর লেগেছে।
৭. ভাল লাগা (পছন্দ হওয়া) একই জায়গায় বেশিদিন ভাল লাগে না।
৮. ঘাটে লাগানো (ভিড়ান) জাহাজ ঘাটে লেগেছে।
৯. কাজে লাগা (শুরু করা) সম্প্রতি এক নতুন কাজে লেগেছি।
১০. হাতে লাগা (হাতে আঘাত পাওয়া) সাবধানে কাজ করো নতুবা হাতে লাগবে।

শক্ত
আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : কঠিন, নরম না
বিশেষ অর্থ :

১. শক্ত কথা (কড়া) কাউকে শক্ত কথা বলো না।
২. শক্ত (কঠিন) অঙ্কটি খুবই শক্ত।
৩. শক্ত (দুরারোগ্য) বড় শক্ত পীড়ায় সে ভুগছে।
৪. শক্ত লোক (নির্দয়) শক্ত লোক অনেকেরই পছন্দ নয়।
৫. শক্ত (মজবুত) করিম সাহেবের হাতের কাজ খুবই শক্ত।

হাত
আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : হস্ত /শরীরের একটি অঙ্গ
বিশেষ অর্থ :

১. হাত আসা (অভ্যাস হওয়া/রপ্ত হওয়া) কাজটিতে তার হাত এসেছে।
২. হাত করা (বশীভূত করা) চাকরটাকে হাত করে চোর ঘরে ঢুকেছে।
৩. হাত থাকা (প্রস্তাব) এ ব্যাপারে আমার হাত নেই।
৪. হাত পাতা (অনুগ্রহ চাওয়া/ভিক্ষা করা) আমি তার কাছে হাত পাততে পারবো না।
৫. হাত দেওয়া (কাজ করতে চাওয়া) এক সপ্তাহ ধরে কাজটিতে হাত দিতে পারি না।
৬. হাতটান (চুরির অভ্যাস) হাতটানের জন্য চাকরটাকে বিদায় দেওয়া হয়েছে।
৭. হাত তোলা (প্রহার করা) গরিবের গায়ে হাত তোলা ভাল নয়।
৮. হাত দেখা (ভাগ্য গণনা করা) জ্যোতিষী তার হাত দেখেছে।
৯. হাত যশ (সুখ্যাতি) ডা. রফিকের হাত যশ আছে।

১০. হাত চলা (তাড়াতাড়ি করা) — একটু হাত চালাও বাছারা, অনেক কাজ যে বাকি।

১১. হাতজোড় করা (ক্ষমা চাওয়া) — থাক হয়েছে ভাই, আর বকোনা;
তোমার কাছে হাতজোড় করছি।

১২. হাত পাকা (দক্ষ হওয়া) — চেষ্টা করলেই হাত পাকাতে পারবে।

১৩. হাত খরচ (ব্যক্তিগত খুচরা ব্যয়) — প্রতি মাসে সে তার বাবার নিকট থেকে সামান্য হাত খরচ পায়।

১৪. হাত খালি (নিঃস্ব হওয়া) — মাসের শেষে সবারই হাত খালি থাকে।

১৫. হাতেনাতে (প্রমাণসহ ধরা) — চোরটিকে শেষে হাতেনাতে ধরা হয়েছে।

১৬. হাতে পাওয়া (আয়ত্তে পাওয়া) — অনেক দিন পর তাকে হাতে পেয়েছি।

১৭. হাতেখড়ি (প্রাথমিক শিক্ষা) — শিরিনের হাতে খড়ি হয়েছে।

১৮. হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল) — বৃদ্ধা শেষে হাতের পাঁচকেও হারালো।

১৯. হাতের পুতুল (যাকে দিয়ে ইচ্ছামতো কাজ করানো যায়) — সে তার হাতের পুতুল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. নিচের শব্দগুলোর একই শব্দের ভিন্নার্থক প্রয়োগ দেখান।

কথা, চোখ, মাথা, পাকা, মুখ।